বর্তমান BARTAMAN 2.8.2005

ধর্ষণের দায়ে ৭ বছরের কারাদণ্ড

তমলুক: এক নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে তমলুকের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্ট) রামকৃষাণ সিং ওরফে রাম সিংকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। গত ২৮ জুলাই, বুধবার বিচারক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য অভিযুক্তকে ধর্ষণের দায়ে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০০ টাকা জরিমানার আদেশ দেন। জরিমানা অনাদায়ে এক বৎসর অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৯২ সালের মে মাসে নন্দকুমার থানার ভাণ্ডার জালপাই গ্রামের বাদল ঘোড়ইয়ের নাবালিকা কন্যা নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বাদলবাবু জানতে পারেন ওই গ্রামেরই বাসিন্দা বিন্দুবালা শাসমল তাঁর মেয়েকে অপহরণ করে উত্তরপ্রদেশের মথুরায় চালান করে দিয়েছে। বাদলবাবু ১১ মে নন্দকুমার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। নন্দকুমার থানার পুলিশ মথুরায় গিয়ে দেখে, রাম সিং নাবালিকাকে জোর করে আটকে রেখেছে। পুলিশ মথুরা থেকে রাম সিং ও বিন্দুবালাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। মামলা চলাকালীন বিন্দুবালা শাসমল মারা যায়। -বি এন এ

গৃহবধূকে অত্যাচার, শ্বশুর-শাশুড়ি ধৃত

তমলুক: মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগে পুলিশ চণ্ডীপুর থানার নারায়ণদাঁড়ি গ্রাম থেকে এক গৃহবধূর শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই গৃহবধূ শিপ্রা মান্না শনিবার বিকেলে চণ্ডীপুর থানার পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। পুলিশ রবিবার এই গ্রামে গিয়ে শিপ্রাদেবীর শ্বশুর মুচিরাম মান্না ও শাশুড়ি কমলা মান্নাকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্বশুরবাড়িতে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ করলেও শিপ্রাদেবী স্বামী ভোলানাথ মান্নাকে অভিযুক্তের তালিকায় রাখেনি। তিনি শ্বশুর-শাশুড়ি ও এক দেওরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযুক্ত দেওর পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। -বি এন এ

স্ত্রীর ওপর অত্যাচার, স্বামী গ্রেপ্তার

মেদিনীপুর: স্ত্রীর ওপরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানোর অভিযোগে রবিবার বিকালে এক পুলিশ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম অজয় পানি। তাঁর বাড়ি দাঁতন থানার বড়বাগড়া গ্রামে। ধৃত ব্যক্তি কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় ট্রাফিক গার্ডের কাজ করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, বড়বাগড়া গ্রামেরই

ময়নার যুবকরা পেয়েছে উপার্জনের খোঁজ

একই জমিতে ধান ও মাছ চাষ করে নিজেদের খরচেই গ্রাম গড়ে তুলছেন চাষিরা

বিশ্বজিৎ সাহা (বি এন এ), তমলুক: একই জমিতে ধানের সঙ্গে মাছ চাষ করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না ব্লকের বাসিন্দারা বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন। সেই সঙ্গে জমি থেকে মাছ চাষ বাবদ আয়ের লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ করছেন তাঁরা। মিশ্র চাষে ময়না এলাকার বহু যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। চাষিদের ক্ষোভ, সরকার মাছ সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা না করায় বহু চাষি মার খাচ্ছেন। এত সাফল্য আসা সত্ত্বেও সরকার এই মিশ্র চাষ নিয়ে চাষিদের কোনও বিশেষজ্ঞ মারফত পরামর্শ না দেওয়ায় চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ তাঁরা।

কংসাবতী, চণ্ডীয়া ও কেলেঘাই নদীতে ঘেরা ময়না ব্লকের অধিকাংশ মৌজায় জল নিকাশির ব্যবস্থা নেই। ফি বছর বর্ষায় জল জমে আমন চাষে ময়নার চাষিরা ব্যাপক মার খেতেন। প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার তাগিদেই ময়নার চাষিরা আমনের পরিবর্তে আউশ ধানের চাষ শুরু করলেন। ওই জমিতে ভরা বর্ষায় কোমর সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। আর সেই ধানের জলা জমিতেই ময়নার চাষিরা মাছ চাষ শুরু করলেন। ধানের পাশাপাশি মাছ চাষও পুরোদমে চলল। গ্রামের চাষিদের বিঘের পর বিঘে জমি একসঙ্গে মাছ চাষের জন্য লিজ দেওয়া শুরু হল। ময়নার ৮৪টি মৌজার মধ্যে প্রায় ৪০টি মৌজাতেই ধান ও মাছের মিশ্রচাষ একইসঙ্গে হয়।

লিজের লক্ষ লক্ষ টাকার একটা বড় অংশ খরচ করা হয় গ্রামেরই রাস্তাঘাট, শৌচাগার, নলকূপ এমনকী স্কুলবাড়ি তৈরির কাজে। পাশাপাশি ধানচাষিদেরও বিকল্প আয়ের একটা পথ খুলে গেল। ময়নার বেশ কিছু বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হল জমি লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে।

ময়নার ওই বিকল্প গ্রামীণ আয় যে প্রশাসনকেও কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে তা অকপটে স্বীকার করলেন জেলার সহসভাধিপতি স্বপন বর্মন। তিনি বলেন, ময়নার গ্রামবাসীরা বিকল্প আয়ের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রতি বছরই রাস্তাঘাট মেরামত করা, সাধারণের শৌচাগার তৈরি সহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। কিন্তু জেলা প্রশাসন কখনও ময়নার চাষিদের কথা ভাবেনি। আজ পর্যন্ত প্রশাসন ময়নার মিশ্রচাষের কোনও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করেনি।

ময়নার প্রাক্তন বিধায়ক মানিক ভৌমিক বলেন, আমরা জমিতে ধান রোপণ করি না, বপন করি। সরাসরি জমিতে বীজ বুনেই আউশ ধানের চাষ শুরু হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। আর আশ্বিন-কার্তিক মাস নাগাদ ধানের শীষ কেটে নেওয়া হয়। মানিকবাবু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, স্থানীয় চাষিদের ওই দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে প্রশাসন ময়না বেসিন প্রকল্পের আশ্বাস দিয়েছিল। বছরের পর বছর ঘুরে গেলেও প্রশাসন ময়না বেসিন প্রকল্পের কাজ শুরুই করতে পারেনি। ময়নার বৈতানচকের গৌর বর্মন এবং মথুরিচকের চিত্ত বর্মনরা জানালেন, প্রশাসনের কর্তারা না ভাবলেও আমরাই সমস্যা থেকে সুবিধা লাভের পথ বেছে নিয়েছি। এখন গৌরাঙ্গচক, জানকীচক, চরণদাসচক, মথুরিচক, রঘুচক, গোপালচক ও রামচকের মতো বিভিন্ন গ্রাম কমিটি বেকার যুবকদের মাছ চাষের লিজ দিয়ে নিজেরা লাভবান হয়েছে, বেকারদেরও কর্মসংস্থান করেছে। বৈতালচক গ্রামের বাসিন্দা গৌরবাবু বলেন, আমাদের গ্রামের ২৫০ বিঘে জমি রয়েছে। ওই জমি লিজ দিয়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হয়। ওই আয়ের বেশিরভাগটাই খরচ হয় গ্রামের মোরাম রাস্তার মেরামত এবং বনসৃজনে।

ময়নার মিশ্রচাষের জন্য প্রতিটি গ্রামে চাষের জমি আছে এমন চাষিদের এক করে একটি গ্রাম কমিটি তৈরি করা হয়। জানকীচক গ্রামের এমনই এক গ্রাম কমিটির সম্পাদক সরোজ বর্মন বলেন, খুব অল্প পয়সায় অনেক জমিতে মাছ চাষ করা যায় বলে মিশ্রচাষে লাভও বেশ ভালো হয়। যেমন, ১০০ বিঘের জমিতে লিজের টাকা, মাছ চাষের অন্যান্য খরচ বাদ দিয়েও মাছ চাষিরা দু'-তিন লক্ষ টাকা আয় করে। মাছ চাষিরাও সরকারি প্রত্যাশায় না থেকে নিজেরাই সমবায় করে নিয়েছে। ময়না বিবেকানন্দ ফিশারমেন কো-অপারেটিভ এমনই একটি সমবায় সংস্থা। সেখানকার মাছচাষি তারাপদ বর্মন বলেন, মিশ্রচাষে একসঙ্গে রুই, কাতলা, মৃগেল, জাপানি পুঁটি, গ্রাসকার্প প্রভৃতি মাছ চাষ হয়। ধানের মঞ্জরি মাছের খাদ্য হওয়ায় মাছের পরিচর্যাও অনেক কম করতে হয়। তবে তারাপদবাবুদের ক্ষোভ, প্রশাসন কোনও নজরই দেয় না মিশ্রচাষে। এখনও ময়নায় কোনও বরফ কল নেই। মাছ সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই নেই। অথচ, এখান থেকে মিশ্রচাষের মরশুমে ওড়িশা এবং কলকাতাতেও মাছ যায়। সহসভাধিপতি বলেন, ৪০টি মৌজায় প্রতিটি গ্রামের মাঠেই ১০-১৫ লক্ষ টাকার মাছ উৎপাদন হয়। ওই মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় মাছ চাষিরাও বেশি লাভ পাচ্ছেন না।

মৎস্য দপ্তর জানিয়েছে, ময়নার মিশ্র মাছ চাষিদের নিয়ে সমবায় গড়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এছাড়া মাছ চাষিদের সুবিধার্থে ময়নার বরফ কল সহ মাছ রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কথা চলছে। জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা উৎপল সর বলেন, ময়নার মিশ্র চাষিদের জন্য মৎস্য দপ্তর চিন্তাভাবনা করছে কী ভাবে ওই চাষ আরও উন্নত করা যায়।

ঘাটাল যাতায়াতের সব রাস্তার ধারেই বাজার বসায় যানজট লেগেই থাকে

মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল শহর থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তাগুলির ধারে প্রতিদিনই বাজার বসার ফলে সেখানে নিয়মিত যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। দিন দিন এই সমস্যা আরও বেড়ে চলেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মহকুমা প্রশাসনের সকলেই এই সমস্যা সম্পর্কে জানেন। কিন্তু, তার কোনও সমাধান করা হচ্ছে না। যাওয়ার, একটি নাড়াজোল হয়ে মেদিনীপুর যাওয়ার, একটি চন্দ্রকোনা রোড যাওয়ার এবং আরেকটি রামজীবনপুর হয়ে আরামবাগ যাওয়ার।

এই রাস্তাগুলি দিয়ে প্রতিদিন শতাধিক বাস ছাড়াও ট্রাক, ট্রেকার ও অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত করে। কিন্তু, ওই রাস্তার সবগুলিতেই প্রতিদিন সকাল থেকেই তার ওপরে বাজার বসে। ফলে, প্রতিদিনই

ঘাটাল মহকুমা বাস বা মালিক সমিতির সম্পাদক প্রভাত পাল বলেন, সকাল থেকেই রাস্তাগুলিতে যানজটের সৃষ্টি হয়। শুধু বাসই নয়, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এনিয়ে প্রায়দিনই ঝামেলা হয়।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছেও অনেকবার আবেদন করা হয়েছে। বাস মালিক